بسم الله الرّ حمن الرّحيم

বিশেষ বুলেটিন ঃ শী'আ মতবাদ (২)

শাইখুল হাদীস মুফতি মুহাম্মদ জসিমউদ্দিন রাহমানী	তারিখ ঃ ০১.০১.২০১০ ইং
শাইখুল হাদীস, জামিআ' ইসলামিয়া,	সময় ঃ বাদ জুমা
মাহমুদিয়া, বরিশাল।	স্থান ঃ হাতেমবাগ জামে মসজিদ, ধানমন্ডি।
খতিব- হাতেমবাগ জামে মসজিদ, ধানমন্ডি, ঢাকা।	প্রতি জুম'আর খুৎবাহ ডাউনলোড করতে ভিজিট করুনঃ
সাবেক মুহাদ্দিস জামিআ' রাহমানিয়া আরাবিয়া, মুহাম্মাদপুর, ঢাকা।	http://jumuarkhutba.wordpress.com
মোবাইল ঃ ০১৭১২১৪২৮৪৩	

আমরা গত সপ্তাহে আলোচনা করেছি যে, "ইছনা আশারিয়া" বা বার ইমামপন্থী শী'আদের সাথে আহলুস সুন্নাত ওয়াল জামা'আতের বহু বিষয়ে মতবিরোধ রয়েছে। তন্মধ্যে প্রধান হল তিনটি। যথা ঃ

(১) "ইমামত সংক্রান্ত আকীদা" (২) "সাহাবা বিদ্বেষ সংক্রান্ত আকীদা" (৩) **"কুরআন বিকৃতি বিষয়ক আকীদা"**।

প্রথম দুটি বিষয়ে গত সপ্তাহে আলোচনা করা হয়েছে, এ সপ্তাহে আমরা **'কুরআন বিকৃতি বিষয়ক আকীদা'** নিয়ে আলোচনা করবো।

শী'আদের তৃতীয় মৌলিক আকীদা হচ্ছে কুরআন বিকৃতি বিষয়ক আকীদা (عقيدة تحريف قرآن)। তারা বিশ্বাস রাখে যে, মুসলমানদের নিকট সংরক্ষিত কুরআন বিকৃত। মূলতঃ কুরআন বিকৃতির আকীদা ইমামত আকীদারই অবশ্যম্ভাবী ফলাফল। কেননা শী'আদের ধারণায় কুরআন সংকলনকারী হযরত আবূ বকর উছমান ও তাদের সহযোগী সাহাবাগণ ছিলেন আলী বিদ্বেষী। ফলে কুরআন থেকে হযরত আলী ও আহলে বাইতের ফযীলতমূলক বর্ণনা সমূহ পরিকল্পিত ভাবে তারা বাদ দিয়ে দিয়েছেন। তাই মুসলমানদের নিকট সংরক্ষিত কুরআন বিকৃত। এ পর্যায়ে তাদের বক্তব্য নিম্নে পেশ করা হল ঃ

১. কুরআনে "পাঞ্জতন পাক" ও সকল ইমামের নাম ছিল।

শী'আদের বক্তব্য হল কোরআনে "পাঞ্জতন পাক" ও সকল ইমামের নাম ছিল। এগুলো বের করে দেয়া হয়েছে এবং পরিবর্তন করা হয়েছে। এ পর্যায়ে কুরআনের কয়েকটি আয়াত সম্পর্কে তাদের বক্তব্য পেশ করা হল ঃ

(১) وَلَقَدْ عَهِدْنَا إِلَى آدَمَ مِنْ قَبْلُ فَنَسِيَ وَلَمْ نَجِدْ لَهُ عَزْمًا....

"আমি ইতিপূর্বে আদমকে নির্দেশ দিয়েছিলাম। অত:পর সে ভুলে গিয়েছিল...........(ত্বহা, ২০ঃ ১১৫)

এ সম্বন্ধে উছুলে কাফীতে আছে, যে ইমাম জা'ফর ছাদেক কসম খেয়ে বলেছেনঃ এই পূর্ণ আয়াত এভাবে নাযিল হয়েছিল-

ولقد عهدنا إلى آدم من قبل كلمات فى محمد وعلى وفاطمة والحسن والأئمة من ذريتهم فنسي .... هكذا والله انزلت على محمد صلى الله عليه واله وسلم -- (اصول كاف جـــ٢، صـــ٢٨٣)

এর বাহ্যিক অর্থ এই যে, এই আয়াত আল্লাহ তা'আলার পক্ষ থেকে রাসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর প্রতি এভাবে নাযিল হয়েছিল যে, এতে এ সকল নাম ছিল। (অর্থাৎ আমি আদমকে আলী, ফাতেমা, হাসান, হুসাইন এবং তাদের বংশে জন্মগ্রহণকারী ইমামগণ সম্পর্কে কিছু বিধান বলে দিয়েছিলাম।) কিন্তু রাসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর ওফাতের পরে (শী'আ আকীদা অনুযায়ী) যারা জোর পূর্বক খলীফা হয়ে গিয়েছিল, তারা কুরআনে পরিবর্তন করেছে। তাদের অন্যতম পরিবর্তন এই যে, তারা সূরা তোয়াহার এই আয়াত থেকে পাক পাঞ্জতনের নাম ও তাদের বংশ জন্মগ্রহণকারী ইমামগণের আলোচনা অপসারণ করে দিয়েছে।

(২) وَإِنْ كُنْتُمْ فِي رَيْبٍ مِمَّا نَزَّلْنَا عَلَى عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِنْ مِثْلِهِ

"এতদসম্পর্কে যদি তোমাদের কোন সন্দেহ থাকে যা আমি আমার বান্দার প্রতি অবতীর্ণ করেছি, তাহলে এর মত একটি সূরা রচনা করে নিয়ে এস। (বাক্বারা, ২ঃ ২৩)

এ আয়াত সম্বন্ধে উছুলে কাফীতে ইমাম বাকের থেকে বর্ণিত হয়েছে ঃ

نزل جبرئيل بهذه الاية على محمد صلى الله عليه واله وسلم هكذا ان كنتم فى ريب مما نزلنا على عبدنا فى على فأتوا بسورة من مثله. (اصول كاف جـــ ٢، صـــ٢٨٤)

অর্থাৎ জিবরাঈল মোহাম্মাদ (সাঃ) এর প্রতি এ আয়াতটি এভাবে নিয়ে নাযিল হয়েছিল যে, এতে على عبدنا এরপরে এবং فاتوا এর পূর্বে فى على শব্দটি ছিল। অর্থাৎ এ আয়াতটি হযরত আলীর ইমামত প্রসঙ্গে ছিল।

(৩) فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا

"তুমি একনিষ্ঠ ভাবে নিজেকে ধর্মের উপর প্রতিষ্ঠিত রাখ। (রূম, ৩০ঃ ৩০)

উছুলে কাফীতে ইমাম বাকের এ আয়াত সম্পর্কে বলেনঃ هى الولاية অর্থাৎ এর অর্থ বেলায়েত ও ইমামত। (উছুলে কাফী, খ: ২, পৃ: ২৮৬)

(৪) وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا

"যে কেউ আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলের আনুগত্য করে, সে অবশ্যই মহা সাফল্য অর্জন করবে। (রূম, ৩৩ঃ ৭১)

এ আয়াত সম্পর্কে উছুলে কাফীতে আবূ বছীরের বর্ণনায় ইমাম জা'ফর ছাদেক বলেনঃ আয়াতটি এভাবে নাযিল হয়েছিল -

ومن يطع الله ورسوله فى ولاية على والأئمة من بعده فقد فاز فوزا عظيما (اصول كافى جـ۲، صـ۲۷۹)

অর্থাৎ এর অর্থ ছিল যে কেউ আলী ও তার পরবর্তী ইমামগণের ব্যাপারে আল্লাহ ও রাসূলের আনুগত্য করবে, সে বিরাট সাফল্য অর্জন করবে। এ আয়াতে হযরত আলী ও তার পরবর্তী সকল ইমামের ইমামত বর্ণিত হয়েছিল। কিন্তু আয়াত থেকে 'আলী ও তার পরবর্তী ইমামগণের ব্যাপারে' কথাগুলো বের করে দেওয়া হয়েছে, যা বর্তমান কুরআনে নেই।

ইমাম বাকের থেকে বর্ণিত আছে-

عن ابى جعفر عليه السلام قال نزل جبرئيل بهذه الاية على محمد صلى الله عليه واله بئسما اشتروا به انفسهم ان يكفروا بما انزل الله فى علىّ بغيا (اصول كافى جـ ۲، صـ ۲۸٤)

অর্থাৎ সূরা বাকারার এই ৯০ আয়াতে فى علىّ (আলীর ব্যাপারে) শব্দ ছিল, যা বের করে দেওয়া হয়েছে এবং বর্তমান কুরআনে নেই।

সূরা মা'আরিজের প্রথম আয়াত সম্পর্কে ইমাম জাফর ছাদেক থেকে আবূ বছীরের রেওয়ায়েত বর্ণিত আছে যে, আয়াতটি এভাবে নাযিল হয়েছিলঃ

سال سائل بعذاب واقع للكافرين بولاية على ليس له دافع ثم قال هكذا والله نزل بها جبريل على محمد صلى الله عليه واله. (اصول كافى جـ۲ صـ۲۹۱)

অর্থাৎ এ আয়াত থেকে بولاية على শব্দটি বের করে দেওয়া হয়েছে।

সারকথা উছুলে কাফীতে এভাবে কুরআনে পাকের বিভিন্ন জায়গায় বহু আয়াতে এ ধরনের পরিবর্তন দাবী করা হয়েছে।

২. কুরআনের প্রায় দুই তৃতীয়াংশ গায়েব করে দেয়া হয়েছে।

عن هشام بن سالم عن ابى عبد الله عليه السلام قال ان القرأن الذى جاء به جبريل عليه السلام الى محمد صلى الله عليه واله سبعة عشر الف اية.

অর্থাৎ হিশাম ইবনে সালেমের রেওয়ায়েতে ইমাম জা'ফর ছাদেক বলেনঃ জিবরাঈল যে কুরআন নিয়ে মুহাম্মাদ (সাঃ) এর কাছে নাযিল হয়েছিল, তাতে সতর হাজার আয়াত ছিল। (৬৭১পৃ:)

প্রসিদ্ধ শী'আ আলেম আল্লামা কাযভীনী লিখেনঃ

"ইমাম জা'ফর ছাদেকের এ উক্তির অর্থ হল, জিবরাঈলের আনীত কুরআন থেকে অনেক অংশ বাদ দেয়া হয়েছে এবং তা কুরআনের বর্তমান প্রসিদ্ধ কপিসমূহে নেই।

৩. কুরআন বিকৃতি সম্বন্ধে হযরত আলীও বলে গেছেন।

শী'আ মাযহাবের অন্যতম নির্ভরযোগ্য ও প্রামাণ্য গ্রন্থ ইহতিজাজে তবরিযীতে উল্লেখ করা হয়েছে যে, জনৈক যিন্দীক তথা ধর্মদ্রোহী ব্যক্তি হযরত আলীর সাথে এক দীর্ঘ কথোপকথনে কুরআন মাজীদের বিরুদ্ধে অনেক আপত্তি উত্থাপন করেছে। হযরত আলী এগুলোর জওয়াব দিয়েছেন। তন্মধ্যে তার একটি আপত্তি ছিল এরূপ যে, সূরা নিসার প্রথম রুকূর নিম্নোক্ত আয়াত ঃ

وان خفتم الا تقسطوا فى اليتامى فانكحوا....الاية

এর মধ্যে شرط এবং جزاء এর মধ্যে যে সম্পর্ক হওয়া উচিত, তা নেই। (১২৪পৃ:) হযরত আলী তখন বলেছেনঃ

هو قدمت ذكره من اسقاط المنافقين من القران وبين القول فى اليتامى وبين نكاح النساء من الخطاب والقصص اكثر من ثلث القران

অর্থাৎ পূর্বে আমি যে কথা উল্লেখ করেছি, এটা তারই একটি দৃষ্টান্ত। অর্থাৎ মুনাফিকরা কুরআন থেকে অনেক কিছু বাদ দিয়েছে। এ আয়াতে তারা এই করেছে যে, ان خفتم فى اليتامى এবং فانكحوا ما طاب لكم من النساء এর মধ্যে এক তৃতীয়াংশ কোরআনেরও বেশী ছিল, যা বাদ দেয়া হয়েছে। এতে সম্বোধন ও কিসসা-কাহিনী ছিল। (১২৮ পৃঃ)

শী'আদের বক্তব্য হল এ রেওয়ায়েত অনুযায়ী হযরত আলী বলেছেন যে, এই এক আয়াতের মাঝখান থেকে মুনাফিকরা এক তৃতীয়াংশ কুরআনের চেয়েও বেশী বাদ দিয়েছে। এতে অনুমান করা যায় যে, সমগ্র কুরআন থেকে কতটুকু বাদ দেয়া হয়েছে।

এ কথোপকথনে যিন্দীকের অন্যান্য কয়েকটি আপত্তির জওয়াবেও হযরত আলী মুর্তযা কুরআনে পরিবর্তনের কথা উল্লেখ করেছেন। তার এক আপত্তির জওয়াবে তিনি একথাও বলেছেন যে, এ ব্যাপারে এ স্থলে তুমি যে জওয়াব আমার কাছ থেকে শুনেছ, তাই তোমার জন্যে যথেষ্ট হওয়া উচিত। কেননা, আমাদের শরী'আতে তাকিয়্যার যে নির্দেশ আছে তা এর চেয়ে বেশী স্পষ্ট করে বলার পথে অন্তরায়।

৪. আসল কুরআন ইমামে গায়েবের নিকট রয়েছে।

শী'আদের বক্তব্য হল আসল কুরআন তাই, যা হযরত আলী সংকলন করেছিলেন। হযরত আলী যে কুরআন সংকলন করেছিলেন সেটা সেই কুরআনের সম্পূর্ণ অনুরূপ ছিল, যা রাসূলুল্লাহ (সাঃ) এর প্রতি নাযিল হয়েছিল এবং বর্তমান কুরআন থেকে ভিন্নতর ছিল। সেটা হযরত আলীর কাছেই ছিল এবং তার পরে তার সন্তানদের মধ্য থেকে ইমামগণের কাছে ছিল। এখন সেটা ইমাম গায়েব তথা অন্তর্হিত ইমামের কাছে রয়েছে। তিনি যখন আত্মপ্রকাশ করবেন, তখন সেই কুরআন প্রকাশ করবেন। এর আগে কেউ সেটা দেখতে পাবে না। এ প্রসঙ্গে উছুলে কাফীর নিম্নোক্ত দুটি রেওয়ায়েত লক্ষ্যণীয়ঃ

এক. ইমাম বাকের বলেনঃ

ما ادعى احد من الناس ان جمع القران كله كما انزل الاكذب وما جمعه وحفظه كما انزله الله الا على بن ابى طالب والائمة من بعده عليه السلام. (اصول كافى. جــ ١ صــ٢٣٢)

অর্থাৎ যে ব্যক্তি দাবী করে যে, তার কাছে পূর্ণ কুরআন রয়েছে যেভাবে তা নাযিল হয়েছিল, সে মিথ্যাবাদী। আল্লাহ তা'আলার নাযিল করা অনুযায়ী কুরআন কেবল আলী ইবনে আবী তালেবই এবং তার পরে ইমামগণ সংকলন করেছেন এবং সংরক্ষণ করেছেন।

দুই. উক্ত গ্রন্থেই ইমাম জা'ফর ছাদেক থেকে বর্ণিত আছে ঃ

যখন ইমাম মেহদী আত্মপ্রকাশ করবেন, তখন তিনি কুরআনকে আসল ও বিশুদ্ধরূপে পাঠ করবেন। তিনি কুরআনের সেই কপিটি বের করবেন, যা আলী (আঃ) সংকলন করেছিলেন।

সারকথা, শী'আ গ্রন্থাবলীর এসব রেওয়ায়েতে বর্তমান কুরআনে পরিবর্তন ও পরিবর্ধনের কথা বলা হয়েছে, বিশেষভাবে কতক রেওয়ায়েতে কুরআন থেকে হযরত আলী ও ইমামগণের নাম বাদ দেয়ার কথা উল্লেখ করা হয়েছে।

৫. পরিবর্তনের রেওয়ায়েত দু'হাজারেরও অধিক।

স্বনামখ্যাত শী'আ মুহাদ্দিছ সাইয়েদ নেয়ামতুল্লাহ জাযায়েরী তার কোন কোন গ্রন্থে বলেছেন, যেমন তার কাছ থেকে বর্ণিত আছে যে, কুরআনে পরিবর্তন ব্যক্তকারী রেওয়ায়েত সমূহের সংখ্যা দু'হাজারেরও অধিক। আমাদের একদল আলেম, যেমন শায়খ মুফিদ, মুহাক্কিক দামাদ ও আল্লামা মজলিসী এসব রেওয়ায়েত মশহুর বলে দাবী করেছেন। শায়খ তুসীও তিবইয়ান গ্রন্থে পরিষ্কার লিখেন যে, এসব রেওয়ায়েতের সংখ্যা অনেক বেশী। বরং আমাদের একদল আলেম, যাদের কথা পরে আসবে দাবী করেছেন যে, এসব রেওয়ায়েত মুতাওয়াতির। (২২৭পৃঃ)

৬. কুরআনে একটি সূরা ছিল যা বর্তমান কুরআনে নেই।

আল্লামা সাইয়েদ মাহমুদ শুকরী আলূসী (রহঃ) শাহ আব্দুল আযীয কৃত 'তুহফায়ে ইছনা আশারিয়া' গ্রন্থের আরবীতে সারসংক্ষেপ লিখেছিলেন, যা مختصر التحفة الاثنا عشرية নামে প্রকাশিত হয়েছিল। পরবর্তীকালে মিসরের খ্যাতনামা আলেম শায়খ মুহীউদ্দীন আল খতীব এর সম্পাদনা করেন এবং প্রান্তটীকা ও ভূমিকার সংযোজন সহকারে একে প্রকাশ করেন। এতে তিনি ইরানে লিখিত কুরআনের একটি পাণ্ডুলিপি থেকে নেয়া একটি সুরার (সূরা ওয়ালায়াতের) ফটোও প্রকাশ করেন, যা বর্তমান কুরআনে নেই। এ সম্পর্কে তিনি লিখেনঃ 'প্রফেসর নলডিকি (NOELDEKE) তার Hisroty of The Copies of The Quran গ্রন্থে এ সূরাটি শী'আ সম্প্রদায়ের প্রসিদ্ধ গ্রন্থ دبستان مذهب (মুহসিন ফানী কাশ্মীরী কৃত ফারসী গ্রন্থ) এর বরাত দিয়ে উদ্ধৃত করেছেন। এর ফারসী গ্রন্থের একাধিক সংস্করণ ইরানে প্রকাশিত হয়েছে। মিসরের একজন বড় আইন বিশেষজ্ঞ প্রফেসর মুহাম্মাদ আলী সউদী খ্যাতনামা প্রাচ্য শিক্ষাবিশারদ ব্রাউনের (BROWN) কাছে ইরানে লিখিত কুরআনের একটি পাণ্ডুলিপি কপি দেখিয়েছিলেন। তাতে এই সুরা ওয়ালায়াতও ছিল। তিনি এর ফটো নিয়ে নেন, যা মিসরের সাময়িকী 'আল ফাতাহ' ৮৪২ সংখ্যার নবম পৃষ্ঠায় প্রকাশিত হয়েছিল। নিম্নে তার ফটোকপি পেশ করা গেল ঃ কথিত সূরাতুল ওয়ালায়াত سورة الولاية এর ফটোকপি ঃ

যারা কুরআন বিকৃতির বিশ্বাস রাখে তারা **'কাফের'**। এ সম্পর্কে অনেক দলীল রয়েছে, তন্মধ্যে একটা দলীল হচ্ছে ঃ

إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ

"আমি স্বয়ং এ উপদেশ গ্রন্থ অবতারণ করেছি এবং আমি নিজেই এর সংরক্ষক। (হিজর, ১৫ঃ ৯) এ আয়াত দ্বারা বুঝা যাচ্ছে আল্লাহ তা'আলা কুরআন হিফাযতের দায়িত্ব নিয়েছেন। সুতরাং কেউ তা পরিবর্তন-পরিবর্ধন করতে পারবে না। এমনিভাবে আল্লাহ তা'আলা অন্য জায়গায় ইরশাদ করেন ঃ

الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلامَ دِينًا

"আজ আমি তোমাদের জন্যে তোমাদের দ্বীনকে পূর্নাঙ্গ করে দিলাম, তোমাদের প্রতি আমার অবদান সম্পূর্ণ করে দিলাম এবং ইসলামকে তোমাদের জন্যে দ্বীন হিসেবে পছন্দ করলাম। (মায়েদা, ৫ঃ ৩) বুঝা গেল, দ্বীন পরিপূর্ণ হয়ে গেছে। এমনভিাবে আল্লাহ তা'আলা আরো ইরশাদ করেন ঃ

يَا أَيُّهَا الرَّسُولُ بَلِّغْ مَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ وَإِنْ لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ إِنَّ اللَّهَ لا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ

"হে রসূল, পৌঁছে দিন আপনার প্রতিপালকের পক্ষ থেকে আপনার প্রতি যা অবতীর্ণ হয়েছে। আর যদি আপনি এরূপ না করেন, তবে আপনি তাঁর পয়গাম কিছুই পৌঁছালেন না। আল্লাহ আপনাকে মানুষের কাছ থেকে রক্ষা করবেন। নিশ্চয় আল্লাহ্ কাফেরদেরকে পথ প্রদর্শন করেন না। (মায়েদা, ৫ঃ ৬৭)

যারা কুরআন বিকৃতির কথা বলে তাদের সম্পর্কে আল্লাহ তা'আলা আরো ইরশাদ করেন ঃ

وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا أَوْ كَذَّبَ بِآيَاتِهِ إِنَّهُ لا يُفْلِحُ الظَّالِمُونَ

"আর যে, আল্লাহ্র প্রতি অপবাদ আরোপ করে অথবা তাঁর নিদর্শনাবলীকে মিথ্যা বলে, তার চাইতে বড় জালেম কে? নিশ্চয় জালেমরা সফলকাম হবে না। (আনআম, ৬ঃ ২১)

আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন ঃ

فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا أَوْ كَذَّبَ بِآيَاتِهِ أُولَئِكَ يَنَالُهُمْ نَصِيبُهُمْ مِنَ الْكِتَابِ حَتَّى إِذَا جَاءَتْهُمْ رُسُلُنَا يَتَوَفَّوْنَهُمْ قَالُوا أَيْنَ مَا كُنْتُمْ تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ قَالُوا ضَلُّوا عَنَّا وَشَهِدُوا عَلَى أَنْفُسِهِمْ أَنَّهُمْ كَانُوا كَافِرِينَ

"অতঃপর ঐ ব্যক্তির চাইতে অধিক জালেম কে, যে আল্লাহ্র প্রতি মিথ্যা আরোপ করে অথবা তার নির্দেশাবলীকে মিথ্যা বলে? তারা তাদের গ্রন্থে লিখিত অংশ পেয়ে যাবে। এমন কি, যখন তাদের কাছে আমার প্রেরিত ফেরশতারা প্রাণ নেওয়ার জন্যে পৌঁছে, তখন তারা বলে; তারা কোথায় গেল, যাদের কে তোমরা আল্লাহ্ ব্যতীত আহবান করতে? তারা উত্তর দেবে: আমাদের কাছ থেকে উধাও হয়ে গেছে, তারা নিজেদের সম্পর্কে স্বীকার করবে যে, তারা অবশ্যই কাফের ছিল। (আরাফ, ৭ঃ ৩৭)

আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন ঃ

فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا أَوْ كَذَّبَ بِآيَاتِهِ إِنَّهُ لا يُفْلِحُ الْمُجْرِمُونَ

"অতঃপর তার চেয়ে বড় জালেম, কে হবে, যে আল্লাহ্র প্রতি অপবাদ আরোপ করেছে কিংবা তাঁর আয়াতসমূহকে মিথ্যা বলে অভিহিত করছে? কস্মিনকালেও পাপীদের কোন কল্যাণ হয় না। (ইউনুস, ১০ঃ ১৭)

আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন ঃ

وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا أَوْ كَذَّبَ بِالْحَقِّ لَمَّا جَاءَهُ أَلَيْسَ فِي جَهَنَّمَ مَثْوًى لِلْكَافِرِينَ

"যে আল্লাহ্ সম্পর্কে মিথ্যা কথা গড়ে অথবা তার কাছে সত্য আসার পর তাকে অস্বীকার করে, তার কি স্মরণ রাখা উচিত নয় যে, জাহান্নামই সেসব কাফেরের আশ্রয়স্থল হবে? (আনকাবুত, ২৯ঃ ৬৮)

আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন ঃ

وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا أَوْ قَالَ أُوحِيَ إِلَيَّ وَلَمْ يُوحَ إِلَيْهِ شَيْءٌ وَمَنْ قَالَ سَأُنْزِلُ مِثْلَ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ وَلَوْ تَرَى إِذِ الظَّالِمُونَ فِي غَمَرَاتِ الْمَوْتِ وَالْمَلائِكَةُ بَاسِطُو أَيْدِيهِمْ أَخْرِجُوا أَنْفُسَكُمُ الْيَوْمَ تُجْزَوْنَ عَذَابَ الْهُونِ بِمَا كُنْتُمْ تَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ غَيْرَ الْحَقِّ وَكُنْتُمْ عَنْ آيَاتِهِ تَسْتَكْبِرُونَ

"ঐ ব্যক্তির চাইতে বড় জালেম কে হবে, যে আল্লাহ্র প্রতি মিথ্যা আরোপ করে অথবা বলে: আমার প্রতি ওহী অবতীর্ণ হয়েছে। অথচ তার প্রতি কোন ওহী আসেনি এবং যে দাবী করে যে, আমিও নাযিল করে দেখাচ্ছি যেমন আল্লাহ্ নাযিল করেছেন। যদি আপনি দেখেন যখন জালেমরা মৃত্যু যন্ত্রণায় থাকে এবং ফেরেশতারা স্বীয় হস্ত প্রসারিত করে বলে, বের কর স্বীয় আত্মা! অদ্য তোমাদেরকে অবমাননাকর শাস্তি প্রদান করা হবে। কারণ, তোমরা আল্লাহ্র উপর অসত্য বলতে এবং তাঁর আয়াত সমূহ থেকে অহংকার করতে। (আনআম, ৬ঃ ৯৩)

এই সমস্ত আয়াত দ্বারা বুঝা যাচ্ছে যে, যারা কুরআন বিকৃতির কথা বলে তারা কাফের। এতে কোন সন্দেহ নাই।

শী'আদের আরও কিছু মৌলিক আকীদা

এখানে শী'আদের আরও তিনটি বিশেষ আকীদার কথা উল্লেখ করা হল।

১. তাকিয়্যা ঃ

তাকিয়্যা (تقية) হল এক গুরুত্বপূর্ণ মাসআলা, যাকে তাদের নিকট দ্বীনের এক গুরুত্বপূর্ণ রুকন মনে করা হত। এর অর্থ মানুষ তার মান ও মর্যাদা এবং জান ও মাল শত্রুর কবল হতে রক্ষা করার উদ্দেশ্যে যা কিছু অন্তরে আছে তার বিপরীত প্রকাশ করবে।

তাকিয়্যা সম্পর্কে ইমামগণের উক্তি ও কর্ম ঃ

উছুলে কাফীতে তাকিয়্যা সম্পর্কেও একটি স্বতন্ত্র অধ্যায় আছে। এ অধ্যায়ের একটি রেওয়ায়েত এই ঃ

عن ابى عمر الاعجمى قال قال لى ابو عبد الله عليه السلام يا ابا عمر تسعة اعشار الدين فى التقية ولا دين لمن لا تقية له. (اصول كافى جـــ ٣. صـــ ٣٠٧)

অর্থাৎ আবূ ওমার আ'জামী রেওয়ায়েত করেন, ইমাম জা'ফর ছাদেক আমাকে বলেছেন- ধর্মের দশ ভাগের নয় ভাগ তাকিয়্যার মধ্যে নিহিত। যে তাকিয়্যা করে না, সে বেদ্বীন। তাকিয়্যা সম্পর্কে আরও একটি রেওয়ায়েত নিম্নরূপ ঃ

হাবীব ইবনে বিশরের রেওয়ায়েত ইমাম জাফর ছাদেক বলেনঃ আমি আমার পিতা ইমাম বাকেরের কাছে শুনেছি, তিনি বলেন ঃ ভূপৃষ্ঠে কোন বস্তুই আমার কাছে তাকিয়্যা অপেক্ষা অধিক প্রিয় নয়। হে হাবীব, যে ব্যক্তি তাকিয়্যা করবে, আল্লাহ তাকে উচ্চতা দান করবেন, আর যে করবে না, আল্লাহ তার অধঃপতন ঘটাবেন। (উছুলে কাফী, ৪৮৩ পৃঃ)

উক্ত গ্রন্থের আরও একটি রেওয়ায়েত নিম্নরূপঃ

قال ابو جعفر عليه السلام التقية من دينى ودين آبانى ولا ايمان لمن لا تقية له. (اصول كافى جـــ ٣. صـــ ٣١١)

অর্থাৎ ইমাম বাকের বলেন ঃ তাকিয়্যা আমার ধর্ম এবং আমার পিতৃপুরুষদের ধর্ম। যে তাকিয়্যা করে না, তার ধর্ম নেই।

তাকিয়্যার একটি ব্যাখ্যা ও তার স্বরূপ ঃ

জানা গেছে যে, শী'আরা অজ্ঞদের সামনে তাকিয়্যা সম্পর্কে বলে দেয় যে, তাদের মতে তাকিয়্যার অনুমতি কেবল তখন, যখন প্রাণের আংশকা বা এমনি ধরনের কোন গুরুতর বাধ্যবাধকতার সম্মুখীন হওয়া যায়। অথচ শী'আ রেওয়ায়েতে ইমামগণের এমন প্রচুর ঘটনা বিদ্যমান আছে, যাতে কোন বাধ্যবাধকতা এবং কোন সামান্য আশংকা ছাড়াই তারা তাকিয়্যা করেছেন, সুস্পষ্ট ভ্রান্ত বর্ণনা দিয়েছেন অথবা আপন কাজ দ্বারা মানুষকে ধোকা ও প্রতারণা দিয়েছেন। উছুলে কাফীতে ইমাম জাফর ছাদেকের এ ধরনের ঘটনা বরাত সহকারে উল্লেখিত হয়েছে। তদুপরি উছুলে কাফীর তাকিয়্যা অধ্যায়ের নিম্নোক্ত রেওয়ায়েতটি দ্বারাও অনুরূপ প্রতীয়মান হয় ঃ

عن زرارة عن ابى جعفر عليه السلام قال التقية فى كل ضرورة وصاحبها اعلم بها حين تنزيل به. (اصول كافى جـــ ٣. صـــ ٣١١)

অর্থাৎ যুরারার রেওয়ায়েত ইমাম বাকের (আঃ) বলেনঃ তাকিয়্যা যে কোন প্রয়োজনে করা যায়। প্রয়োজন সম্পর্কে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিই অধিক জ্ঞানী; অর্থাৎ প্রয়োজন তা-ই; যাকে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি প্রয়োজন মনে করে।

তাকিয়্যা কেবল জায়েয নয়- ওয়াজিব ও জরুরী ঃ

বরং বাস্তব ঘটনা এই যে, শী'আ মাযহাবে তাকিয়্যা কেবল জায়েয নয়; বরং অত্যাবশ্যকীয় এবং ঈমানের অঙ্গ। শী'আদের মূলনীতি চতুষ্টয়ের অন্যতম من لايحضره الفقية গ্রন্থে রেওয়ায়েত আছে যে,

قال الصادق عليه السلام لو قلت ان تارك التقية كتارك الصلوة لكنت صادقا وقال عليه السلام لا دين لمن لا تقية له.

অর্থাৎ ইমাম জাফর ছাদেক (আঃ) বলেছেন- যদি আমি বলি যে, তাকিয়্যা বর্জনকারী নামায বর্জনকারীর অনুরূপ (গোনাহগার), তবে এ কথায় আমি সত্য হব। তিনি আরও বলেছেনঃ যার তাকিয়্যা নেই, তার ধর্ম নেই।

২. কিতমান ঃ

'কিতমান' অর্থ আসল আকীদা, মাযহাব ও মত গোপন করা এবং অন্যের কাছে প্রকাশ না করা। তাকিয়্যার অর্থ কথায় ও কাজে বাস্তব ঘটনার বিপরীত অথবা আপন আকীদা, মাযহাব ও মতের বিপরীত প্রকাশ করা এবং এভাবে অপরকে ধোকা ও প্রতারণায় লিপ্ত করা। শী'আদের মতে তাদের ইমামগণ সারা জীবন এ শিক্ষা মেনে চলেছেন।

কিতমান সম্পর্কে ইমামগণের উক্তি ও কর্ম ঃ

উছুলে কাফীতে কিতমান অধ্যায়ে ইমাম জাফর ছাদেক থেকে বর্ণিত আছে, তিনি তার শাগরেদ সোলাইমানকে লক্ষ্য করে বলেনঃ

"তোমরা এমন ধর্মের উপর রয়েছ যে, যে ব্যক্তি একে গোপন রাখবে, তাকে আল্লাহ তা'আলা ইজ্জত দান করবেন। আর যে এ ধর্মকে প্রকাশ ও প্রচার করবে, আল্লাহ তাকে হেয় ও লাঞ্ছিত করবেন। (খন্ড-৩, পৃ: ৩১৫)

উক্ত গ্রন্থে ইমাম জাফর ছাদেকের পিতা ইমাম বাকের থেকে বর্ণিত আছে যে, তিনি বিশেষ শীআদেরকে বলেনঃ

"খোদার কসম! আমার সহচরদের (শাগরেদ ও মুরীদদের) মধ্যে আমার সবচেয়ে প্রিয় সেই, যে তাদের মধ্যে সবচেয়ে বেশী পরহেযগার এবং আমাদের কথা বেশী গোপন রাখে। (খন্ড-৩, পৃ: ৩১৭)

৩. প্রায়শ্চিত্তের আকীদা ঃ

শীআদের প্রায়শ্চিত্তের আকীদা (عقيدة كفارة) হুবহু খৃষ্টানদের প্রায়শ্চিত্ত আকীদার অনুরূপ। আল্লামা বাকের মজলিসী ইমাম জাফর ছাদেকের বিশেষ মুরীদ মুফাসসাল ইবনে ওমরের এক প্রশ্নের জওয়াবে বলেনঃ

হে মুফাসসাল, রাসূলে খোদা দুআ করেছেন- হে খোদা, আমার ভাই আলী ইবনে আবী তালেবের শীআ এবং আমার সেই সন্তানদের শীআ যারা আমার ভারপ্রাপ্ত, তাদের অগ্রপশ্চাৎ কিয়ামত দিবস পর্যন্ত সময়ের সকল গোনাহ আপনি আমার উপর চাপিয়ে দিন এবং শীআদের গোনাহের কারণে পয়গম্বরগণের মধ্যে আমাকে অপমানিত করবেন না। এ দুআর ফলস্বরূপ আল্লাহ তা'আলা সকল শীআর গোনাহ রাসূলুল্লাহ (সাঃ) এর উপর চাপিয়ে দিয়েছেন, অতঃপর সেই সকল গোনাহ রাসূলুল্লাহ (সাঃ) এর কারণে মার্জনা করেছেন। (হাক্কুল ইয়াকীন, ১৪৮ পৃঃ)

এরপর এ রেওয়ায়েতেই আরও আছে- মুফাসসাল প্রশ্ন করলঃ যদি আপনাদের শীআদের মধ্য থেকে কেউ এই অবস্থায় মারা যায় যে, তার যিম্মায় কোন মুমিন ভাই এর কর্জ থাকে, তবে তার কি পরিণতি হবে? ইমাম জাফর ছাদেক বলেনঃ যখন ইমাম মেহদী আত্মপ্রকাশ করবেন, তখন সর্বপ্রথম সারা বিশ্বে এই ঘোষণা করবেন যে, আমাদের শীআদের মধ্যে যদি কারও যিম্মায় কারও কর্জ থাকে, তবে সে আসুক এবং আমার কাছ থেকে উসুল করুক। অতঃপর তিনি সকল কর্জদারদের কর্জ আদায় করবেন। (১৪৮পৃঃ)

৪. শিয়াগণ গাইরুল্লাহর ইবাদতে বিশ্বাসী ঃ

শিয়াগণ গাইরুল্লাহ তথা পীর-ওলী বুযুর্গদের নিকট দোয়া প্রার্থনা করাকে অত্যন্ত নেক আমল বলে জ্ঞান করে। আর এ জন্যই তারা কবর-মাজার ইত্যাদি তে প্রার্থনা করা, সিজদা করা, কবরের চতুর্দিকে তওয়াফ করা, কবরে টাকা পয়সা দেওয়া, কবরে গিলাফ চড়ানো সহ যাবতীয় বেদআত কাজে উৎসাহ প্রদান করে। এই জন্য ইরাক, ইরান সহ বিশ্বের যেখানেই মাজার আছে সেখানেই শিয়াদের উৎপাত লক্ষ্য করা যায়। বিভিন্ন কবরে يا حسين المدد، ياعلى المدد، يا غوث العظم المدد (ইয়া হুসাইন আল-মদদ, ইয়া আলী আল-মদদ, ইয়া গাউসুল আযম আল-মদদ) ইত্যাদি লেখা লক্ষ্য করা যায়।

শিয়া ইমাম কমিনী তার প্রসিদ্ধ কিতাব 'كشف الاسرار ص—٤٩' বলেনঃ

فطلب الحاجة من الحجر أو الصخر ليس شركا، وإن يكن عملاً باطلا، ثم إنا نطلب المدد من الأرواح المقدسة للأنبياء والأئمة ممن قد منحهم الله القدرة. اهـ. أى ممن منحهم الله تعالى القدرة على التأثير..وعلى إجابة المضطر إذا دعاهم.. وهذا عين الكفر والشرك.. والتكذيب للتنزيل!

অর্থঃ সুতরাং পাথরের কাছে প্রার্থনা করা যদিও একটি বাতিল আমল তবে শিরক নয়, অতঃপর আমরা নবী-রাসূলগণ এবং ইমামগণ যাদেরকে আল্লাহ তা'আলা বিশেষ ক্ষমতা দান করেছেন তাদের আত্মার কাছে প্রার্থনা করবো। অর্থাৎ যাদেরকে আল্লাহ তা'আলা মাখলুকের উপরে প্রভাব বিস্তার করার ক্ষমতা দিয়েছেন.. যারা বিপদে-আপদে সাহায্য করতে পারে.. ইত্যাদি।

অথচ এই আক্বিদা পোষণ করা স্পষ্ট কুফর এবং শিরক এবং কুরআনের পরিপন্থী আক্বিদা। আমাদের ভারতবর্ষের কবরপূজারী, পীরপূজারীদের আক্বিদা-বিশ্বাস ও এরকম-ই। তারাও গান গেয়ে থাকে **'কেউ ফিরে না খালী হাতে খাজা বাবার দরবার হতে'** আবার কাউকে বলতে শুনা যায় **'আল্লাহ'র ধন রাসূলকে দিয়ে আল্লাহ গেলেন খালি হয়ে, রাসূলের ধন খাজাকে দিয়ে রাসূলও গেলেন খালি হয়ে, রাসূলের ধন খাজা পেয়ে লুকিয়েছে আজমিরে, কেউ ফিরে না খালি হাতে খাজারে তোর দরবারে'**। এ কারণে শিয়াদের মত এদেশেও বড় বড় অনেক মাজার, দরগা-কবর ইত্যাদি তৈরী করে সেখানে সেজদাহ করা, তওয়াফ করা, কবরে গিলাফ চড়ানো, টাকা-পয়সা আগরবাতি মোমবাতি দেওয়া, কবরবাসীর কাছে প্রার্থনা করা সহ নানা ধরনের শিরক ও বেদআত ব্যাপকতা লাভ করেছে। অথচ কুরআন ও সহীহ হাদীস অনুযায়ী এগুলো স্পষ্ট কুফর ও শিরক।

গাইরুল্লাহর কাছে প্রার্থনা করা কুফর ও শিরক ঃ

আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন ঃ

وَيَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ مَا لا يَضُرُّهُمْ وَلا يَنْفَعُهُمْ وَيَقُولُونَ هَؤُلاءِ شُفَعَاؤُنَا عِنْدَ اللَّهِ قُلْ أَتُنَبِّئُونَ اللَّهَ بِمَا لا يَعْلَمُ فِي السَّمَاوَاتِ وَلا فِي الْأَرْضِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى عَمَّا يُشْرِكُونَ

'আর তারা ইবাদত করে আল্লাহ্কে বাদ দিয়ে এমন বস্তুর, যা না তাদের কোন ক্ষতিসাধন করতে পারে, না লাভ এবং বলে, এরা তো আল্লাহর কাছে আমাদের সুপারিশকারী। তুমি বল, তোমরা কি আল্লাহ্কে এমন বিষয়ে অবহিত করছ, যে সম্পর্কে তিনি অবহিত নন আসমান ও যমীনের মাঝে? তিনি পুত:পবিত্র ও মহান সে সমস্ত থেকে যাকে তোমরা শরীক করছ। (ইউনুস, ১০ঃ ১৮) আল্লাহ তা'আলা আরো ইরশাদ করেন ঃ

أَلا لِلَّهِ الدِّينُ الْخَالِصُ وَالَّذِينَ اتَّخَذُوا مِنْ دُونِهِ أَوْلِيَاءَ مَا نَعْبُدُهُمْ إِلا لِيُقَرِّبُونَا إِلَى اللَّهِ زُلْفَى إِنَّ اللَّهَ يَحْكُمُ بَيْنَهُمْ فِي مَا هُمْ فِيهِ يَخْتَلِفُونَ إِنَّ اللَّهَ لا يَهْدِي مَنْ هُوَ كَاذِبٌ كَفَّارٌ

'জেনে রাখুন, নিষ্ঠাপূর্ণ ইবাদত আল্লাহ্রই নিমিত্ত। যারা আল্লাহ্ ব্যতীত অপরকে উপাস্যরূপে গ্রহণ করে রেখেছে এবং বলে যে, আমরা তাদের ইবাদত এ জন্যেই করি, যেন তারা আমাদেরকে আল্লাহর নিকটবর্তী করে দেয়। নিশ্চয় আল্লাহ্ তাদের মধ্যে তাদের পারস্পরিক বিরোধপূর্ণ বিষয়ের ফয়সালা করে দেবেন। আল্লাহ্ মিথ্যাবাদী কাফেরকে সৎপথে পরিচালিত করেন না। (যুমার, ৩৯ঃ ৩) আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন ঃ

وَلا تَدْعُ مِنْ دُونِ اللَّهِ مَا لا يَنْفَعُكَ وَلا يَضُرُّكَ فَإِنْ فَعَلْتَ فَإِنَّكَ إِذًا مِنَ الظَّالِمِينَ

'আর নির্দেশ হয়েছে আল্লাহ্ ব্যতীত এমন কাউকে ডাকবে না, যে তোমার ভাল করবে না মন্দও করবে না। বস্তুত: তুমি যদি এমন কাজ কর, তাহলে তখন তুমিও জালেমদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যাবে। (ইউনুস, ১০ঃ ১০৬) আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন ঃ

فَلا تَدْعُ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ فَتَكُونَ مِنَ الْمُعَذَّبِينَ

'অতএব, আপনি আল্লাহ্‌র সাথে অন্য উপাস্যকে আহবান করবেন না। করলে শাস্তিতে পতিত হবেন। (শুআরা, ২৬ঃ ২১৩) আল্লাহ তা'আলা আরও ইরশাদ করেন ঃ

وَإِنْ يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلا كَاشِفَ لَهُ إِلا هُوَ وَإِنْ يَمْسَسْكَ بِخَيْرٍ فَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ

'আর যদি আল্লাহ্ তোমাকে কোন কষ্ট দেন, তবে তিনি ব্যতীত তা অপসারণকারী কেউ নেই। পক্ষান্তরে যদি তোমার মঙ্গল করেন, তবে তিনি সবকিছুর উপর ক্ষমতাবান। (আনআম, ৬ঃ ১৭) আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন ঃ

أَأَتَّخِذُ مِنْ دُونِهِ آلِهَةً إِنْ يُرِدْنِ الرَّحْمَنُ بِضُرٍّ لا تُغْنِ عَنِّي شَفَاعَتُهُمْ شَيْئًا وَلا يُنْقِذُونِ

'আমি কি তাঁর পরিবর্তে অন্যান্যদেরকে উপাস্যরূপে গ্রহণ করব? করুণাময় যদি আমাকে কষ্টে নিপতিত করতে চান, তবে তাদের সুপারিশ আমার কোনই কাজে আসবে না এবং তারা আমাকে রক্ষাও করতে পারবে না। (ইয়াসীন, ৩৬ঃ ২৩)

عن عائشة أن أم سلمة رضى الله عنهما ذكرت لرسول الله صلى الله عليه وسلم كنيسة رأتها بأرض الحبشة يقال لها: مارية، فذكرت له ما رأت فيها من الصور، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : (أولئك قوم إذا مات فيهم العبد الصالح أو الرجل الصالح بنوا على قبره مسجداً، وصوّروا فيه تلك الصور، أولئك شرار الخلق عند الله) بخارى فى الصلاة (٤٣٤)

হযরত আয়েশা (রাঃ) থেকে বর্ণিত, উম্মে সালমা (রাঃ) রাসূল (সাঃ)-এর কাছে একটি 'কানিছা' (খৃষ্টানদের ইবাদত খানা) সম্পর্কে উল্লেখ করলেন, যা তিনি হাবশাতে দেখেছেন। যার নাম দেওয়া হয়েছে 'মারিয়া' কারণ তার মধ্যে যে সমস্ত দেব-দেবী ও মূর্তি রয়েছে সেগুলোর কথাও উল্লেখ করলেন। উত্তরে রাসূল (সাঃ) বললেনঃ তারা এমন এক জাতি যখনই তাদের কোন নেক বান্দা মৃত্যু বরণ করতো, তখনই তার কবরের উপরে সেজদার স্থান বানাতো (মাজার তৈরী করতো)। এবং এ সকল মূর্তি তৈরী করতো, এরাই হচ্ছে আল্লাহর কাছে সর্বাপেক্ষা নিকৃষ্ট প্রাণী। (বুখারী, ৪৩৪)

عن عائشة وابن عباس رضى الله عنهما قالا: لما نزل برسول الله صلى الله عليه وسلم طفق يطرح خميصة له على وجهه، فإذا اغتمّ بها كشفها عن وجهه فقال وهو كذلك: (لعنة الله على اليهود والنصارى، اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد) (يحذر ما صنعوا) (بخارى فى الصلاة (٤٣٥)

হযরত আয়েশা (রাঃ) এবং ইবনে আব্বাস থেকে আরও একটি হাদীস বর্ণিত যে, যখন রাসূল (সাঃ) মৃত্যু রোগে আক্রান্ত হলেন, তখন তার চেহারার উপরে একটি চাদর তার চেহারা মুবারকের উপরে রেখে দিলেন, অতঃপর যখন কষ্ট অনুভব করতেন তখন চেহারা থেকে উক্ত চাদরটি সরিয়ে নিতেন। এই অবস্থায় রাসূল (সাঃ) ইরশাদ করলেনঃ **"ইহুদী-খৃষ্টানদের প্রতি আল্লাহ তা'আলার লানত, তারা তাদের নবীদের কবর সমূহকে সেজদার স্থান বানিয়েছে।"** (একথার মাধ্যমে তিনি মুসলিম উম্মাহকে ইয়াহুদ-নাসারার অনুরূপ করা থেকে নিষেধ করলেন) (বুখারী, ৪৩৫)

ইমাম ইবনে হাজার আসকালানী এ হাদীসের ব্যাখ্যা করতে গিয়ে বলেনঃ

وكأنه صلى الله عليه وسلم أنه مرتحل من ذلك المرض، فخاف أن يعظّم قبره كما فعل من مضى، فلعن اليهود والنصارى إشارة إلى ذمّ من يفعل فعلهم

যে রাসূল (সাঃ) বুঝতে পারলেন, এই রোগেই ইহকাল ত্যাগ করবেন, এবং তিনি আশংকা বোধ করলেন যে, ইহুদী-খৃষ্টানদের মত তার কবরকেও অতি সম্মান করতে গিয়ে বাড়াবাড়ি হতে পারে। সুতরাং ইহুদ-নাসারাদের প্রতি অভিশাপ দেওয়ার মাধ্যমে মূলতঃ যারা রাসূল (সাঃ) এর কবরকে নিয়ে বাড়াবাড়ি করবে তাদেরকেই অভিশাপ দিয়েছেন। (ফতহুল বারী, ১মখন্ড, পৃষ্ঠা ৬৩৪)

عن جابر بن عبد الله رضى الله عنهما قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يجصّص القبر، وأن يعقد عليه، وأن يبنى عليه (مسلم فى الجنائز (٩٧٠)

হযরত জাবের (রাঃ) থেকে বর্ণিত, যে রাসূলুল্লাহ সাঃ কবর পাকা করা, কবরের উপর বসা এবং কবরের উপর ইমারত নির্মাণ করা থেকে নিষেধ করেছেন। (মুসলিম, ৯৭০)

عن أبى مرثد الغنوى رضى الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (لاتصلوا إلى القبور، ولاتجلسوا عليها) (مسلم فى الجنائز (٩٧٢)

হযরত আবু মারসাদ আল গানবী থেকে বর্ণিত, যে তোমরা কবরের দিকে ফিরে নামাজ পড়ো না এবং কবরের উপর বসো না।(মুসলিম, ৯৭২)

عن ثمامة بن شفى قال: كنا مع فضالة بن عبيد بأرض الروم برودس، فتوفى صاحب لنا، فأمر فضالة بن عبيد بقبره فسوّى، ثم قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمر بتسويتها (مسلم فى الجنائز (٩٦٨)

হযরত সুমামা ইবনে শুফাই থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন আমরা ফুজালাহ ইবনে উবাইদ এর সঙ্গে রুম দেশের রওদাস নামক জায়গায় অবস্থান করছিলাম, সেই অবস্থায় আমাদের একজন সঙ্গি মারা যায়, হযরত ফুজালাহ ইবনে উবাইদ ঐ ব্যক্তির কবরটিকে মাটির সঙ্গে সমান করে দিতে নির্দেশ দিলেন, এবং তাই করা হল। অতঃপর তিনি বললেনঃ 'আমি রাসূলুল্লাহ (সাঃ)কে কবরসমূহ মাটির সাথে মিলিয়ে দেওয়ার আদেশ দিতে শুনেছি। (মুসলিম, ৯৬৮)

عن أبى الهيّاج الأسدى قال: قال لى على بن أبى صالب: ألا أبعثك على ما بعثنى عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم: أن لا تدع تمثالاً إلا طمسته، ولا قبراً مشرفاً إلا سوّيته (مسلم فى الجنائز (٩٦٩)

'আবুল হাইয়াজ আল-আসাদী (রহ) বলেনঃ যে আমাকে হযরত আলী ইবনে আবি তালিব (রাঃ) বললেনঃ আমি কি তোমাকে সেই কাজের দায়িত্ব দিয়ে পাঠাবো না, যে কাজের দায়িত্ব দিয়ে রাসূল (সাঃ) আমাকে পাঠিয়েছেন? আর তা হচ্ছেঃ 'যেখানেই মূর্তি বা ভাস্কর্য দেখবে তা গুড়িয়ে দিবে আর যেখানেই উঁচু কবর দেখবে তা সমান করে দিবে'। (মুসলিম, ৯৬৯)

সুতরাং শিয়া এবং শিয়াদের অনুসরণে যারা মাজার তৈরী করে, গিলাফ চড়ায়, টাকা-পয়সা আগরবাতি-মোমবাতি দেয়, মাজারে প্রার্থনা করে, সেজদা করে, তওয়াফ করে তারা সুস্পষ্ট কুফর এবং শিরক ও বেদআতে লিপ্ত আছে।

৫. নিকাহে মুতআ'হ (স্বল্প মেয়াদী বিবাহ) ঃ

শিয়াদের আরেকটি জঘন্য আক্বিদা ও আমলের নাম হচ্ছে **'নিকাহে মুতআ'হ'**। ইসলাম পূর্ব জাহেলী যুগে এবং ইসলামের শুরুর দিকে এ ধরনের বিবাহ'র প্রচলন ছিল। খায়বার যুদ্ধের পরে রাসূল (সাঃ) কঠোরভাবে ইহাকে নিষিদ্ধ করেন। যা হাদীস এবং ইতিহাসের সব কিতাবেই স্পষ্টভাবে উল্লেখ রয়েছে।

কিন্তু শিয়াগণ এ জাতীয় বিবাহকে শুধু বৈধই মনে করে না বরং এটাকে অত্যন্ত মর্যাদা এবং ফযীলতের কাজ বলে বিশ্বাস করে। আর এ জন্য তারা রাসূল (সাঃ) এর নামে কিছু জাল হাদীস তৈরী করে দলীল পেশ করে থাকেনঃ যেমন

من خرج من الدنيا ولم يتمتع جاء يوم القيامة وهو أجدع. تفسير منهج الصادقين للملا فتح الله الكاشانى جـ٢ صـ٤٨٩

রাসূল (সাঃ) বলেন(?), যে ব্যক্তি নেকাহ মুতআ'হ করা ছাড়া মৃত্যুবরণ করলো, সে ব্যক্তি কিয়ামতের মাঠে নাক-কান কাটা অবস্থায় উপস্থিত হবে। (তাফসীরে মানহাজুস-সাদেকীন, ২য় খন্ড, পৃঃ ৬৮৯)

من تمتع مرة واحدة عتق ثلثة من النار ومن تمتع مرتين عتق ثلثاه من النار ومن تمتع ثلاث مرات عتق كله من النار. تفسير منهج الصادقين للملا فتح الله الكاشانى جـ٢ صـ٤٩٢

রাসূল (সাঃ) বলেন (?), যে ব্যক্তি একটি নেকাহে মুতআ'হ করলো, তার এক তৃতীয়াংশ জাহান্নাম থেকে মুক্তি পেল। আর যে দুটি করলো, তার দুই তৃতীয়াংশ মুক্তি পেল। আর যে তিনটি করলো, তার পুরোটাই জাহান্নামের আগুন থেকে মুক্তি পেল। (তাফসীরে মানহাজুস-সাদেকীন, ২য় খন্ড, পৃঃ ৬৯২)

من تمتع مرة أمن من سخط الجبار ومن تمتع مرتين حشر مع الأبرار ومن تمتع ثلاث مرات زاحمنى فى الجنان. تفسير منهج الصادقين جـ٢ صـ٤٩٣

রাসূল (সাঃ) বলেন (?), যে ব্যক্তি একটি নেকাহে মুতআ'হ করলো সে জাব্বারের (আল্লাহ) গোস্ব্যা থেকে নিরাপদ হল, যে দুটি করলো সে নেককারদের সাথে হাশর করবে, আর যে ব্যক্তি তিনটা করলো সে জান্নাতে আমার সাথে ভীর করবে। (তাফসীরে মানহাজুস-সাদেকীন, ২য় খন্ড, পৃঃ ৪৯৩)

من تمتع مرة كان درجته كدرجة الحسين عليه السلام ــ الامام الثالث المعصوم حسب زعمهمــ ومن تمتع مرتين كان درجته كدرجته الحسن عليه السلام ــ الامام الثانى المعصوم المزعوم ــ ومن تمتع ثلاث مرات كان درجته كدرجته على وابن عمه ــ ومن تمتع اربع فدرجته كدرجتى. تفسير منهج الصادقين جـ٢ صـ٤٩٣

রাসূল (সাঃ) বলেন (?), যে ব্যক্তি একটি নেকাহে মুতআ'হ করলো তার মর্যাদা ইমাম হুসাইনের মর্যাদার সমতুল্য, যে দুটি করলো তার মর্যাদা ইমাম হাসানের মর্যাদার সমতুল্য, যে তিনটি করলো তার মর্যাদা হযরত আলী (রাঃ)-র সমতুল্য আর যে ব্যক্তি চারটি করলো তার মর্যাদা আমার মর্যাদার সমতুল্য। (তাফসীরে মানহাজুস-সাদেকীন, ২য় খন্ড, পৃঃ ৬৯২)

এভাবে আরও অনেক জাল হাদীস তৈরী করে টাকা-পয়সার বিনিময়ে স্বল্প মেয়াদী বিবাহ'র নামে যেনা-ব্যভিচারকে বৈধতা দেওয়ার মত জঘন্য অপরাধে লিপ্ত রয়েছে।

শী'আদের সম্পর্কে মুসলিম উম্মাহর ফতওয়া ঃ

যদি কোন লোক হযরত আলী (রাঃ) কে অন্য সমস্ত সাহাবায়ে কেরাম থেকে শ্রেষ্ঠ মনে করে, যেমন তাফযীলিয়া শীআগণ বলে থাকেন, তাহলে এতটুকু বিশ্বাসের কারণে সে কাফের হয়ে যায় না। কিন্তু বর্তমান কালে শীআ সম্প্রদায় সাহাবায়ে কেরামকে কাফের বলা, কুরআনকে বিকৃত বলা, ইমামতের আকীদার মাধ্যমে খতমে নবুওয়াতকে অস্বীকার করা, প্রভৃতি নানাবিধ কারণে কাফের আখ্যায়িত হবে। আহসানুল ফাতাওয়া গ্রন্থকার বলেন, 'বর্তমান কালের শীআ সম্প্রদায়ের আকীদা কুফরী এতে কোন সন্দেহ নাই।'

روى الخلال فى السنة عن أبى بكر المروزى قال: سألت أبا عبد الله ــ أحمد بن حنبل ــ عن من يشتم أبا بكر وعمر وعائشة؟ قال: ما أراه على الإسلام.

.....ইমাম আহমদ (রহ.) কে জিজ্ঞেস করা হল যে ব্যক্তি আবু বকর, ওমর, আয়েশা (রাঃ) কে গালি-গালাজ করে, তার ব্যাপারে ইসলাম কি বলে? তিনি বললেনঃ আমি তাকে মুসলিম মনে করি না। (আস-সুন্নাহ লিল খাল্লাল, আসার নং ৭৭৯)

وقال ــ أى المروزى ــ وسمعت أبا عبد الله يقول : قال مالك بن أنس : الذى يشتم أصحاب النبى صلى الله عليه وسلم ليس لهم سهم أو نصيب فى الإسلام.

.....ইমাম মালেক (রহ.) বলেনঃ যে ব্যক্তি রাসূল (সাঃ)'এ সাহাবীকে গালি-গালাজ করে, ইসলামে তার কোন হিস্যা নাই। (আস-সুন্নাহ লিল খাল্লাল, আসার নং ৭৭৯)

وقال الإمام الاحمد : إذا كان جهمياً، أو قدرياً ، أو رافضياً داعية، فلا يصلى عليه، ولا يسلم عليه.

.....ইমাম আহমদ (রহ.) বলেনঃ যদি কোন ব্যক্তি জাহমীয়্যাহ, কাদরিয়্যাহ অথবা রাফেযিয়্যাহ শিয়াদের দায়ী হয়, তাকে সালামও করা যাবে না এবং মরলে জানাযা পড়া যাবে না। (আস-সুন্নাহ লিল খাল্লাল, আসার নং ৭৮৫)

وقال البخارى رحمه الله : ما إبالى صليت خلف الجهمى والرافضى، أم صليت خلف اليهود والنصارى، لا يسلم عليهم، ولايعادون ولايناكحون. ولايشهدون، ولاتؤكل ذبائحهم.

....ইমাম বুখারী বলেন ঃ আমি কোন জাহমিয়্যাহ এবং শিয়া এর পিছনে নামাজ পড়া এবং ইয়াহুদী-খৃষ্টানের পিছনে নামাজ পড়ার মধ্যে কোন পার্থক্য মনে করি না. ওদের দেখা হলে সালাম করব না, অসুস্থ হলে ওদের সেবা করবে না, তাদের সঙ্গে পরস্পরে বিবাহ করা যাবে না, ওদের কোন মজলিসে হাজির হবে না, ওদের যবেহকৃত পশুর গোশত খাবে না। (কিতাবু খালক আফআলিল ইবাদ, পৃঃ ১২৫)

وعن موسى بن هارون بن زياد قال: سمعت الفريابى ــ وهو محمد بن يوسف الفريابى ــ ورجل يسأله عمن شتم أبا بكرٍ قال: كافر، قال: فيصلى عليه؟ قال : لا، وسألته كيف يصنع به وهو يقول : لاإله إلا الله؟ قال: لاتمسوه بأيديكم، ارفعوه بالخشب حتى تواروه فى حفرته.

....মুহম্মাদ আল ইউছুফ আল ফিরয়াবী বলেনঃ যে ব্যক্তি আবু বকর (রাঃ) কে গালি দেয়, সে কাফের। তাকে প্রশ্ন করা হল যে, ওদের কি জানাযা পড়া হবে? তিনি বললেনঃ না। প্রশ্ন করা হল যে, তাহলে আমরা কি করবো? বলা হল, তোমরা হাতে ধরবে না বরং লাঠি দিয়ে দিয়ে ঠেলে ঠেলে গর্তে নিক্ষেপ করবে। (আস-সুন্নাহ লিল খল্লাল, ৭৯৪)

وقال ابن حزم فى الفصل : وأما قولهم فى دعوى الروافض تبديل القراءات فإن الروافض ليسوا من المسلمين... وهى طائفة تجرى مجرى اليهود والنصارى فى الكذب والكفر.

...ইমাম ইবনে হাযম বলেনঃ রাফেজী (শিয়া)গণ মুসলিম নয়। (আল- ফসল খন্ডঃ ২, পৃঃ ৭৮)

وقال الشافعى : ما أحد أشهد على الله بالزور من الرافضة.

ইমাম শাফেয়ী (রহ) বলেনঃ আল্লাহ ব্যাপারে শিয়াদের তুলনায় অন্য কাউকে বেশী মিথ্যাবাদী আর কাউকে দেখা যায় না। (আল-লালকায়ী, ৮/১৫৪৫)

وعن أحمد بن يونس قال: أنا لا آكل ذبيحة رجل رافضى فإنه عندى مرتد.

আহমদ ইবনে ইউনুস বলেনঃ আমি শিয়াদের যবেহকৃত কোন পশুর গোশত ভক্ষণ করি না। কেননা আমার মতে তারা মুরতাদ। (আল-লালকায়ী, ৮/১৫৪৬)

ইসমাঈলিয়া শী'আ

ইমামিয়া শীআদের দ্বিতীয় বৃহত্তম দল হল ইসমাঈলিয়া শী'আ। বিভিন্ন মুসলিম দেশে এদের অস্তিত্ব পাওয়া যায়। দক্ষিণ আফ্রিকা, মধ্য আফ্রিকা, সিরিয়া ও পাকিস্তান এদের কিছু সংখ্যক লোক দেখা যায়। হিন্দুস্তানে এদের সংখ্যা প্রচুর। এই ফিরকা ইসমাঈল ইবনে জাফর ছাদেক ইবনে বাকের এর দিকে সম্পৃক্ত। ইছনা আশারিয়াগণ জাফর ছাদেকের পর তার ছোট পুত্র মুসা কাযেমকে ইমাম মানেন। কিন্তু ইসমাঈলী সম্প্রদায় জাফর ছাদেকের পর তার বড় পুত্র ইসমাঈলের ইমামত এবং ইসমাঈলের পর তার পুত্র মুহাম্মদ আল মাকতুমের ইমামতে বিশ্বাসী।

ইসমাঈলিয়া শীআদেরকে 'বাতিনিয়া'ও বলা হয়। কারণ তাদের মতে ইমাম অধিকাংশ সময় বাতিন বা গোপন থাকেন। একমাত্র ক্ষমতা অর্জন হওয়ার সময় তারা আত্মপ্রকাশ করে থাকেন। 'বাতিনিয়া' নামকরণের আর একটা রহস্য এই যে, তাদের আকীদা হল শরীআতের একটা জাহির এবং একটা বাতিন থাকে। সাধারণ লোকেরা জাহির সম্বন্ধে অবগত থাকেন আর ইমামগণ জাহির বাতিন সবটা সম্বন্ধে অবগত থাকেন। ইছনা আশারিয়া শীআগণও এ আকীদায় একমত।

যায়দিয়া শী'আ

ইমামিয়া শীআদের তৃতীয় বৃহত্তম দল হল 'যায়দিয়া'। এরা যায়েদ ইবনে আলী ইবনে হুসাইন ইবনে আলী (রাঃ)-এর দিকে সম্পৃক্ত। হযরত আলী মুর্তযা থেকে নিয়ে চতুর্থ ইমাম আলী ইবনে হুসাইন পর্যন্ত ব্যক্তিবর্গের ইমামত সম্পর্কে তারা এবং ইছনা আশারিয়া সম্প্রদায় একমত। এরপর ইছনা আশারিয়াগণ তার পুত্র ইমাম বাকেরকে ইমাম মানেন এবং তারপরে তার বংশধরের মধ্যে থেকে আরও সাতজনকে ইমাম মানেন। কিন্তু যায়দিয়াগণ ইমাম আলী ইবনে হুসাইন অর্থাৎ, ইমাম জয়নুল আবেদীনের দ্বিতীয় পুত্র যায়েদ শহীদকে ইমাম মানেন। অতঃপর তারই আওলাদ ও বংশের মধ্যে ইমামত অব্যাহত থাকার বিশ্বাস রাখেন। এ ছাড়া দু'সম্প্রদায়ের মধ্যে ইমামের মান ও মর্তবা সম্পর্কেও কিছু মতভেদ আছে।

প্রথম দিকে 'যায়দিয়া' সম্প্রদায় আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাআতের কাছাকাছি সম্প্রদায় হিসেবে গণ্য হত। তারা কোন সাহাবীর তাকফীর করত না। তবে পরবর্তীতে অধিকাংশ 'যায়দিয়া'-র আকীদা বিশ্বাস ইছনা আশারিয়াদের ন্যায় হয়ে যায়। বর্তমানে সহীহ আকীদা-বিশ্বাস সম্পন্ন 'যায়দিয়া' ইয়ামান প্রভৃতি দেশে কিছু সংখ্যক পাওয়া যায়।